বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০-২০২১

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
টিসিবি ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
কাওরান বাজার-১২১৫
ফোন: +৮৮-০২-৯১৪২৪৮১
ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৫৫০১৩৮২৮
ই-মেইল: chairman@bsbk.gov.bd
Website: www.bsbk.gov.bd

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	অবস্থান(পৃষ্ঠা)
১.০	পটভূমি	
১.১	রূপকল্প	
১.২	অভিলক্ষ্য	
১.৩	কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী	
১.৪	বোর্ড গঠন	
১.৫	বোর্ড পরিচালনা	
১.৬	বোর্ডের সভা	
২.০	সাংগঠনিক কাঠামো	
২.১	মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা	
২.২	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	
২.৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	
২.৪	মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)	
২.৫	আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম	
২.৬	কল্যাণমূলক কার্যক্রম	
২.৭	দারিদ্র্য বিমোচনে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর কার্যক্রম	
২.৮	জমি অধিগ্রহণের পরিসংখ্যান	
২.৯	কর্তৃপক্ষের মামলা নিষ্পত্তি	
২.১০	মাসিক সমন্বয় সভা	
৩.০	বন্দর পরিচিতি	
৩.১	Subgroup on Infrastructure of ICP/LCS	
৩.২	বন্দরসমূহের আমদানি-রপ্তানিযোগ্য পণ্যের বিবরণ	
৩.৩	পণ্য হ্যান্ডলিং সংক্রান্ত তথ্যাদি	
৩.৪	বন্দর ভিত্তিক আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্যাদি	
৩.৫	আন্তজার্তিক যাত্রীসেবা	
৪.০	অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	
৪.১	বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্যাদি	
৪.২	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চলমান প্রকল্পের বিবরণ	
৪.৩	ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ	
৫.০	বন্দর ভিত্তিক আয় সম্পর্কিত তথ্য	
৫.১	আয়ের পরিসংখ্যান	
৫.২	ভ্যাট, আয়কর ও লভ্যাংশ সংক্রান্ত তথ্য	
৫.৩	হিসাব সংক্রান্ত পলিসি	
৬.০	অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য	
৬.১	হিসাব নিরীক্ষার অগ্রগতি	
৬.২	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার অগ্রগতি	
৭.০	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন বন্দরের চিত্রাবলী	

প্রারম্ভিকা

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্থলপথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বন্দরসমূহের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, পরিচালন, ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ যাত্রা শুরু করে। যাত্রার শুরুর দিকে শুধুমাত্র বেনাপোল বন্দর দিয়ে কার্যক্রম চালু হলেও পরবর্তীতে জাতীয় প্রয়োজনে ১২টি শুল্ক স্টেশনে স্থলবন্দরের কার্যক্রম পূর্ণদ্যমে চালু করা হয় এবং আরো ১২টি স্থলবন্দর চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নির্মাণাধীন স্থলবন্দরসমূহ পুরোপুরি চালু হলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্তে চোরাচালান হ্রাস পাবে।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন ছিল একটি দারিদ্রমুক্ত, ক্ষুধামুক্ত উন্নত আধুনিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কুচক্রীদের হাতে শহিদ হলে তার সে ইচ্ছা আর পুরণ হয়নি। তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৩০ সাল নাগাদ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রায় ২০৩০ অর্জন করেছে। তাছাড়া টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, ভিশন-২০২১, ভিশন-২০৪১ এর ডেল্টা প্লান-২১০০ বাস্তবায়নে সারাদেশে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে। তারই ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের জনগণের গড় আয়ু, মাথাপিছু আয়, শিক্ষার হার, লিঙ্গ সমতা সমাজিক অর্থনৈতিক সকল সূচকে অভাবনীয় উন্নতি লাভ করেছে।

২০২১ সালে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২০ বছর পূর্ণ হয়েছে। এ বিশ বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অনেক অর্জন আছে। এ সময়ে স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বন্দরসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এছাড়া স্থলবন্দরসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় স্থানীয় এলাকার বেকার সমস্যা সমাধানে ও অর্থনৈতিক প্রবিদ্ধিতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। প্রকৃতপক্ষে প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে বেগবান এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতি উন্নয়নের এ ধারাকে সুসংহত করার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রবর্তন করেছে। উক্ত সম্পাদিত চুক্তি এবং তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের মধ্য দিয়ে বন্দরসমূহের সামগ্রীক রাজস্ব আদায়, আমদানি-রপ্তানি এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াশীলতার একটি সার্বিক চিত্র ফুটে উঠেছে। এটা বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য একটি জবাবদিহিতার প্রতিফলনও বটে।

আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভকামনা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো: আলমগীর
(অতিরিক্ত সচিব)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

১.০) পটভূমি:

বাংলাদেশের স্থল সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ৪,২৪৬ কি.মি.। এর মধ্যে ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৪,০৫৩ কি.মি এবং মিয়ানমারের সাথে আরও ১৯৩ কি.মি *(উৎস: বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন)*। বাংলাদেশের এই দীর্ঘ স্থলসীমান্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে আসছে। শুল্ক আইন, ১৯৬৯ এর আওতায় ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশনের অধীনে স্থলবন্দরের কার্যক্রম শুরু হয়। এর ধারা মোতাবেক প্রজ্ঞাপন নং-এস আর ও নং-৪৯৩/ডি/কাস/৭৯, তারিখ ০৬ জুলাই, ১৯৭৯ এর মাধ্যমে ওয়্যারহাউজিং স্টেশন ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৯ সালের অক্টোবরে ওয়্যারহাউজিং কর্পোরেশন বিলুপ্ত হওয়ার পর বেনাপোল শুল্ক স্টেশনের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পাট মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিলুপ্ত সেল) এর উপর ন্যাস্ত হয়। ১৯৮৪ সালে বেনাপোল শুল্ক স্টেশনের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উপর ন্যাস্ত হয়। প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে উন্নত ও সহজতর করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ (২০০১ সালের ২০ নং আইন) বলে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্তৃপক্ষ ২০০২ সালে স্থলবন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি শুল্ক স্টেশনকে সরকার কর্তৃক স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১২টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তম্মধ্যে ৭টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা, নাকুগাঁও, তামাবিল এবং সোনাহাট বাস্থবকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। বিরল স্থলবন্দর ব্যতীত অপর ০৫টি স্থলবন্দর যথা- বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ ও বিবিরবাজার স্থলবন্দরের আবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য বিওটি (বিল্ড, অপারেইট, ট্রান্সফার) ভিত্তিতে পোর্ট অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান ও চালুর অপেক্ষাধীন রয়েছে। স্থলবন্দর সমূহ আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি ও সরকারি রাজস্ব আদায়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। একইসাথে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও সীমান্ত চোরাচালান হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

১.১) রূপকল্প:

দক্ষ, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বিশ্বমানের আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর স্থলবন্দর।

১.২) অভিলক্ষ্য:

স্থলবন্দরের অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য হ্যান্ডলিং ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান।

১.৩) কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও কার্যাবলী:

- স্থলবন্দর পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সংরক্ষণের নীতি প্রণয়ন;
- স্থলবন্দরে পণ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ ও প্রদানের জন্য অপারেটর নিয়োগ;
- সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে স্থলবন্দর ব্যবহারকারীদের নিকট হতে আদায়যোগ্য কর, টোল, রেইট ও ফিসের তফসিল প্রণয়ন;
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে চুক্তি সম্পাদন।

১.৪) বোর্ড গঠন :

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০০১ এর (২০০১ সনের ২০ নং আইন) ধারা-৬ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বোর্ড গঠিত হয়।

বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। যথা-

- একজন চেয়ারম্যান
- তিনজন সার্বক্ষণিক সদস্য এবং
- তিনজন খন্ডকালীন সদস্য, যাদের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা, একজন শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত বেসরকারি ব্যক্তি হবে।

১.৫) বোর্ড পরিচালনা :

- কর্তৃপক্ষের পরিচালন ও প্রশাসন বোর্ডের উপর ন্যস্ত এবং কর্তৃপক্ষ যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে বোর্ডও সে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করতে পারবে।
- বোর্ড তার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবে।
- চেয়ারম্যান ও সার্বক্ষণিক সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং কর্তৃপক্ষের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে ও শর্তাধীনে কর্মরত থাকবেন।
- খন্ডকালীন সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং নিয়োগের তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন এবং পুনরায় নিয়োগযোগ্য হবেন।
- চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হবেন।
- চেয়ারম্যানের পদ শুন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি বা অসুস্থতা হেতু বা অন্য কোন কারণে চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে, শূন্য পদে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কিংবা চেয়ারম্যান স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন।

১.৬) বোর্ডের সভা :

- বোর্ডের সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি দুই মাসে বোর্ডের কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
- বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য একজন সার্বক্ষণিক সদস্যসহ অন্যূন দুইজন সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।
- বোর্ডের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট থাকবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকবে।
- বোর্ডের সকল সভায় চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান হতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন সার্বক্ষণিক সদস্য উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা কেবলমাত্র বোর্ডের কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকার কারণে অবৈধ হবে না এবং তৎসম্পর্কে কোন প্রশ্ন ও উত্থাপন করা যাবে না।

২০২০-২১ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত সাধারণ বোর্ড সভার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্রমিক	বোর্ড সভার ক্রমিক	সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	সিদ্ধান্ত সংখ্যা
১.	৬৯ তম বোর্ড সভা	১২ জুলাই, ২০২০	১১টি
২.	৭০ তম বোর্ড সভা	০৫ নভেম্বর, ২০২০	০৮টি

২০২০-২১ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত বিশেষ বোর্ড সভার তথ্যাদি নিম্নরূপ:

ক্রমিক	বোর্ড সভার ক্রমিক	সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	সিদ্ধান্ত সংখ্যা
১.	২৭ তম বোর্ড সভা	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০	০৭টি

সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:

৬৯ তম সাধারণ বোর্ডসভার ১০ (দশ) টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ০৮ (আট) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ০২ (দুই) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৭০তম সাধারণ বোর্ডসভার ১৪ (চৌদ্দ) টি সিদ্ধান্তের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ০৬ (ছয়) টি সিদ্ধান্ত এবং ০৮ (আট) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২৭ তম বিশেষ বোর্ডসভার সিদ্ধান্ত সংখ্যা ০৮ (আট) টি যার মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে ০৬ (ছয়) টি এবং ০২ (দুই) টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২.০) সাংগঠনিক কাঠামো:

কর্তৃপক্ষের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ০৬(ছয়)টি শাখা/বিভাগ রয়েছে। ০৬(ছয়)টি শাখা/বিভাগ যথা: প্রশাসন শাখা, প্রকৌশল শাখা,ট্রাফিক শাখা, হিসাব শাখা, অডিট শাখা ও বোর্ড শাখা। উক্ত শাখা/বিভাগের মাধ্যমে এ কর্তৃপক্ষের দৈনন্দিন কার্যাবলী সম্পাদিত হচ্ছে।

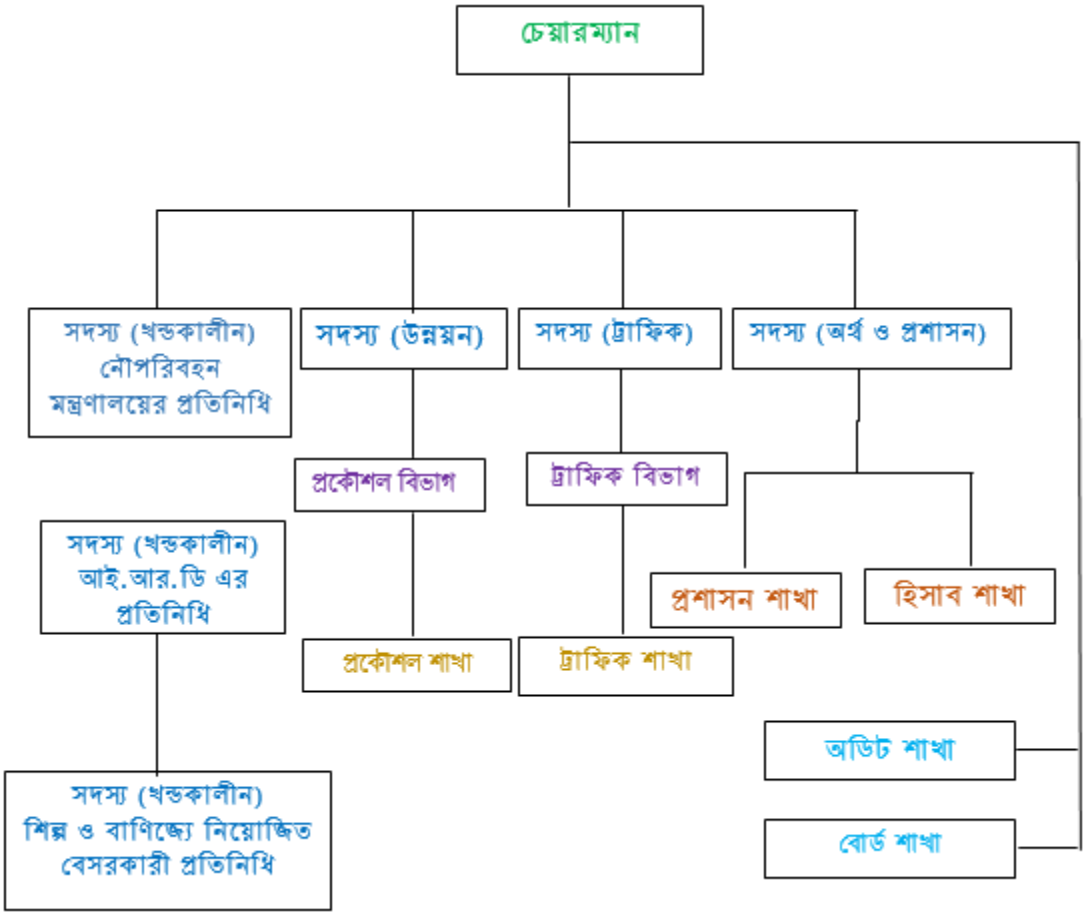

২.১) **মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা :**

অনুমোদিত পদসংখ্যা ৪৯০ টি এবং মোট পূরণকৃত পদসংখ্যা ২৯২ টি। পদবী/গ্রেড অনুযায়ী সারণিতে নিম্নে প্রদর্শন করা হ'ল:

ক) প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা:

ক্র. নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত
১.	চেয়ারম্যান	১	১		১৪.	উপ-পরিচালক (প্ল্যানিং)	১	০
২.	সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)	১	১		১৫.	নির্বাহী প্রকৌশলী	১	০
৩.	সদস্য (উন্নয়ন)	১	১		১৬.	সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক)	২৬	১৪
৪.	সদস্য (ট্রাফিক)	১	১		১৭.	সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৩	২
৫.	পরিচালক (প্রশাসন)	১	১		১৮	মেডিকেল অফিসার	১	০
৬.	পরিচালক (ট্রাফিক)	২	২		১৯.	সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)	৪	২
৭.	পরিচালক (হিসাব)	১	০		২০.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	৫	৩
৮.	পরিচালক (অডিট)	১	১		২১.	অডিট অফিসার	৪	২
৯.	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১	১		২২.	আইন উপদেষ্টা	১	১
১০.	সচিব	১	১		২৩.	এস্টেট অফিসার	১	১
১১.	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	৩	২		২৪.	শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা	১	১
১২.	উপ-পরিচালক (ট্রাফিক)	৮	৪		২৫.	একান্ত সচিব	১	১
১৩.	উপ-পরিচালক (হিসাব ও নিরীক্ষা)	১	১		২৬.	সহকারী প্রোগ্রামার	২	১
						মোট=	**৭৪**	**৪৫**

খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তা:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	জন সংযোগ কর্মকর্তা	১	০		৪.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	১	১
২.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)	৮	৪		৫.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৫	৫
৩.	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	১	০		৬.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা কাম কম্পিউটার অপারেটর	৫	৩
						মোট=	২১	১৩

গ) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	ট্রাফিক পরিদর্শক	৯৩	৫১		৮.	অটোক্যাড অপারেটর	১	০
২.	ফায়ার পরিদর্শক	১	১		৯.	ক্যাশিয়ার	৩	২
৩.	কম্পিউটার অপারেটর	৩২	২৩		১০.	মেডিকেল এটেনডেন্ট	২	১
৪.	হিসাবরক্ষক	২৬	১৫		১১.	কেয়ার টেকার	১	১
৫.	অডিটর	৭	৪		১২.	কার/জীপ/ফায়ার ভেহিক্যাল ড্রাইভার	৯	৯
৬.	ওয়্যারহাউজ/ইয়ার্ড সুপারিন্টেনডেন্ট	১৩৩	৬১		১৩.	ড্রাইভার (আউট সোর্সিং)	২	২

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	ট্রাফিক পরিদর্শক	৯৩	৫১		৮.	অটোক্যাড অপারেটর	১	০
২.	ফায়ার পরিদর্শক	১	১		৯.	ক্যাশিয়ার	৩	২
৩.	কম্পিউটার অপারেটর	৩২	২৩		১০.	মেডিকেল এটেনডেন্ট	২	১
৪.	হিসাবরক্ষক	২৬	১৫		১১.	কেয়ার টেকার	১	১
৫.	অডিটর	৭	৪		১২.	কার/জীপ/ফায়ার ভেহিক্যাল ড্রাইভার	৯	৯
৭.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১					
						মোট=	৩১১	১৭১

ঘ) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী:

ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত		ক্র.নং	পদের নাম	পদসংখ্যা	কর্মরত
১.	গ্রীজার কাম পাম্প ড্রাইভার	১	১		৭.	ইলেকট্রিশিয়ান (আউট সোর্সিং)	৯	৯
২.	গ্রীজার কাম পাম্প ড্রাইভার (আউট সোর্সিং)	১	১		৮.	পাওয়ার হাউজ ড্রাইভার (আউট সোর্সিং)	৮	৮
৩.	লিডিং ফায়ারম্যান কাম ফায়ার হাইড্রেন্ট অপারেটর	৪	৪		৯.	মেকানিক (আউট সোর্সিং)	২	২
৪.	লিডিং ফায়ারম্যান কাম ফায়ার হাইড্রেন্ট অপারেটর (আউট সোর্সিং)	৭	৭		১০.	প্লাম্বার কাম ওয়াটার পাম্প ড্রাইভার (আউট সোর্সিং)	২	২
৫.	অফিস সহায়ক	৪৭	২৬		১১.	কুক (আউট সোর্সিং)	১	১
৬.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (আউট সোর্সিং)	২	২		১২.			
						মোট=	৮৪	৬৩

ঙ) শূণ্যপদ পুরণ:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সাংগঠনিক কাঠামোতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৪৯০টি। বর্তমানে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ২৯৩ এবং শূন্য পদের সংখ্যা ১৯৭ (পদোন্নতিযোগ্য-৯২, সরাসরি নিয়োগযোগ্য-১০৫)।

সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১০৫টি পদের মধ্যে ১ম ও ২য় শ্রেণির ০৭টি পদ পিএসসি'র মাধ্যমে পূরণের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় হতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৫৫টি শূন্য পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে বিধিমোতাবেক সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৩৮টি পদে জনবল নিয়োগের নিমিত্ত টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর মাধ্যমে অনলাইনে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ বিষয়ে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাথে চুক্তি সম্পাদনপূর্বক শীঘ্রই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে ১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের হালনাগাদ জ্যেষ্ঠতা তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পদভিত্তিক হালনাগাদ জ্যেষ্ঠতার তালিকা চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর তফসিল [প্রবিধান ২(ছ)] এ অন্তর্ভুক্ত করে সরকারি গেজেট আকারে প্রকাশের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান আছে।

২.২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি:

বিগত ২৯/০৭/২০২০ তারিখে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। অনুরূপ চুক্তি বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ এবং মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যেও স্বাক্ষরিত হয়। এপিএ-২০২০-২০২১ অর্থ বছরে কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ৩০ টি কার্যক্রম এবং আবশ্যক কৌশলগত উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের জন্য ১৭টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

চিত্র ১ : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এপিএ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের অর্জন (২০২০-২০২১ অর্থবছর):

ক্র.নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.১	গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থবন্দরের কড়ইতলী অংশের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরণ	৩১/০৫/২০২১	গত ২২/০৯/২০২০ তারিখে জেলা প্রশাসন হতে জমি বুঝে নেওয়া হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.২	ভোমরা স্থবন্দরের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরণ	৩১/০৫/২০২১	গত ২৭/০৭/২০২০ তারিখে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসন হতে জমি বুঝে নেওয়া হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.৩	শেওলা স্থলবন্দরের জমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকরণ	৩১/০৫/২০২১	গত ১৪/০৯/২০২০ তারিখে সিলেট জেলা প্রশাসন হতে জমি বুঝে নেওয়া হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.৪	বেনাপোল স্থলবন্দরে ব্যারাক ভবন নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ	১০০%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

ক্র.নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
১.৫	গোবরাকুড়া স্থলবন্দরের ওপেন ইয়ার্ড নির্মাণ	৯০%	৯২%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.৬	গোবরাকুড়া স্থলবন্দরের পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ	৯০%	৯০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.৭	গোবরাকুড়া স্থলবন্দরের আভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ	৯০%	৯০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.৮	গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরে ১টি ওয়্যারহাউজ নির্মাণ	১০০%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.৯	গোবরাকুড়া স্থলবন্দরে ২ টি ১০০ টন ক্ষমতার ওয়েব্রীজ স্কেল নির্মাণ	১০০%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১০	ভোমরা স্থলবন্দরে ওয়েব্রীজ স্কেলের এ্যাপ্রোচ রাস্তা নির্মাণ	১০০%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১১	ভোমরা স্থলবন্দরে আবাসিক এলাকায় রাস্তা নির্মাণ	১০০%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১২	বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান	৩১/০৫/২০২১	গত ০৮/০৩/২০২১ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন ও অনুমোদনফূর্বক গত ২৭/০৬/২০২১ কার্যাদেশ (NOA) প্রদান করা হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১৩	বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় ভোমরা স্থলবন্দরের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের দরপত্র আহবান	৩১/০৫/২০২১	২৪/১২/২০২০ তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে। অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১৪	বিআরসিপি-১ প্রকল্পের আওতায় শেওলা স্থবন্দরে নির্মাণ কাজ আরম্ভকরণ	৩১/০৫/২০২১	১/১১/২০২০ তারিখে কাজ আরম্ভ করা হয়	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১৫	বেনাপোল স্থলবন্দরের আবাসিক এলাকার আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপন	১০০%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১৬	বেনাপোল স্থলবন্দরের ওয়্যারহাউজের অফিস নির্মাণ	১০০%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১৭	বেনাপোল স্থলবন্দরের ৩৮ নং শেডের রুফশীট পুন:স্থাপন	১০০%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১৮	নাকুগাও স্থলবন্দরে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	১০০%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.১৯	বুড়িমারী স্থলবন্দরে পাউডার শেড নির্মাণ	১০০%	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.২০	ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরের ওয়েব্রীজ স্কেল স্থাপন কাজের কার্যাদেশ প্রদান	৩১/০৫/২০২১	গত ২০/১০/২০২০ তারিখে কার্যাদেশ (NOA) প্রদান করা	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

ক্র.নং	কার্যক্রমের বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	মন্তব্য
			হয়েছে ।	
১.২১	ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে ভবন নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	৩১/০৫/২০২১	গত ২০/১০/২০২০ তারিখে কার্যাদেশ (NOA) প্রদান করা হয়েছে ।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
১.২২	ধানুয়াকামালপুর স্থলবন্দরে ওয়্যারহাউজ নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান	৩১/০৫/২০২১	গত ০৮/১২/২০২০ তারিখে কার্যাদেশ (NOA) প্রদান করা হয়েছে ।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ।
১.২৩	সোনাহাট স্থলবন্দরে লেবার হ্যান্ডলিং ঠিকাদার নিয়োগ	৩০-০৯-২০২০	১৮ আগস্ট, ২০২০ তারিখ ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ।
১.২৪	বুড়িমারী স্থলবন্দরে অটোমেশন চালুকরণ	৩১-০৫-২০২১	২৭ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ বুড়িমারী স্থলবন্দরের কার্যক্রমে অটোমেশন চালু করা হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ।
১.২৫	ক্লিনিং, সুইপিং ঠিকাদার নিয়োগ কাজ	৩১-০৫-২০২১	০৩-০৬-২০২১ তারিখের সভায় পুনঃদরপত্র আহ্বানের সুপারিশ করা হয়।	নিয়োগ কাজ চলমান। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ।
১.২৬	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ	৩১-০৫-২০২১	গত ২৯-০৪-২০২১ তারিখ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ।
১.২৭	বাস্থবকের আওতায় কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও সংস্থাপন কাজ	৩১-০৫-২০২১	২৩ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয় ও সংস্থাপন কাজ করা হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ।
১.২৮	বাস্থবকের আওতায় মুদ্রণ সামগ্রী সরবরাহ	৩১-০৫-২০২১	০১ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখ মুদ্রণ সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ।
১.২৯	বাস্থবকের আওতায় স্টেশনারী সামগ্রী সরবরাহ	৩১-০৫-২০২১	০৫ জুলাই, ২০২০ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ২২ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ স্টেশনারী সামগ্রী কমিটি কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে ।
১.৩০	বাস্থবকের আওতায় PMIS software বাস্তবায়ন	৩১-০৫-২০২১	গত ১৫ মার্চ, ২০২১ তারিখ কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়িত।	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

২.৩) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন:

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকে এবং বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের শুদ্ধাচার ইউনিট গঠন করা হয়। তারা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে। কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নৈতিকতা কমিটির সভা এবং শুদ্ধাচার ইউনিটের সভার আয়োজন করা হয়।

ক্র.নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন(%)
১	নৈতিকতা কমিটির সভা	০৪ টি	১০০%
২	নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	৮০%	১০০%
৩	অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা	০৪ টি	১০০%
৪	আইন ও বিধি সম্পর্কে সচেতনাতামূলক সভা/ প্রশিক্ষণ আয়োজন	৭৫ জন	১০০%
৫	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	৭৫ জন	১০০%
৭	ই-টেন্ডার/ই-জিপি এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	১০০%	১০০%
৮	দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার) বাস্তব অগ্রগতি পরিবীক্ষণ	১০০%	১০০%
৯	গণশুনানী আয়োজন	৪ টি	১০০%

চিত্র ২ ও ৩ : বন্দর পর্যায়ে অংশীজনের অংশগ্রহণে গণশুনানীর আয়োজন

এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ১ জন বন্দর প্রধানদের মধ্যে ০১ জন কর্মকর্তা, (০১-০৯ গ্রেড) ০১ জন কর্মকর্তা এবং (১০-২০ গ্রেড) ০১ কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০২০ প্রদান করা হয়েছে।

২.৪) মানবসম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ):

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পেশাদারিত্ব ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে দেশে ৪৬ জন এবং বিদেশে ২২ জনকর্মকর্তা-কর্মচারি-কে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। এছাড়া একই অর্থ বছরে ৭৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে করোনা মহামারির কারণে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি।

২.৫) আইসিটি সংক্রান্ত কার্যক্রম: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এরই ধারবাহিকতায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা তথা Ease of Doing Business নীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এ কর্তৃপক্ষে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। যেমন-

- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের উন্নয়নমূলক কাজসহ প্রায় ৯৫% ক্রয় ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।
- বর্তমানে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম লাইভ সার্ভারে সম্পন্ন করা হয়। পর্যায়ক্রমে বেনাপোল, ভোমরা, বুড়িমারী ও তামাবিল স্থলবন্দরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করা হবে।
- স্থলবন্দরে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা আনয়ন এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার স্বার্থে জনগণের দৌরগোড়ায় সেবা পৌছানোর লক্ষ্যে সেবা সহজীকরণ ও ই-সার্ভিসের আওতায় বুড়িমারী স্থলবন্দরে এসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) এর কারিগরি/পরামর্শক সহযোগিতায় e-Port Management System বাস্তবায়নের জন্য পাইলটিং কার্যক্রম শেষে Live কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

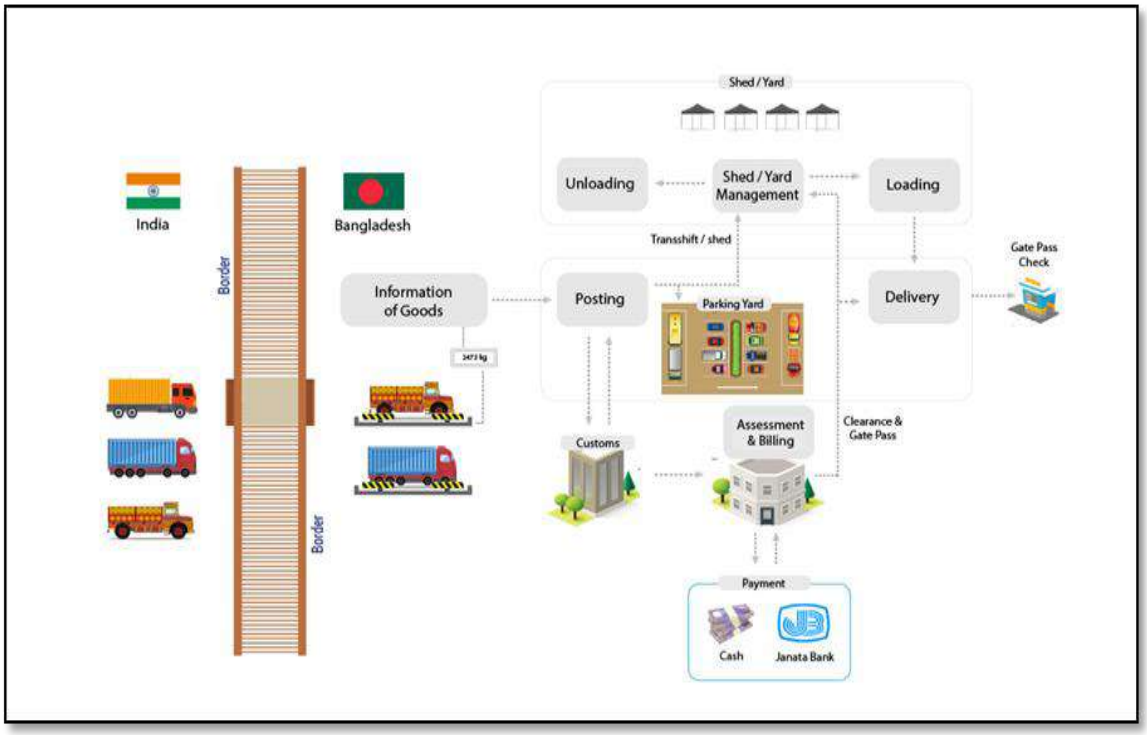

চিত্র ৪: e-Port Management System

এতে স্থলবন্দরের বিদ্যমান সেবা ও নাগরিক সেবাসমূহ ই-সার্ভিসের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। ফলে বন্দর কর্তৃপক্ষ, সিএন্ডএফ এজেন্ট, আমদানি-রপ্তানিকারকগণ উপকৃত হবে ও সেবাগ্রহীতাগণ এর TCV (time-cost-visit) কমবে এবং স্থলবন্দরে আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের গবেষণা অনুদানের আওতায় তামাবিল স্থলবন্দরে ভারতীয় পণ্যবাহি গাড়ি প্রবেশের তথ্য ও পণ্যের ওজন তথ্য Auto sms এর মাধ্যমে আমদানিকারকদের নিকট প্রেরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- ভোমরা স্থলবন্দরে Global Alliance for Trade Facilitation (GATF) এর অর্থায়নে Swisscontact কর্তৃক Border Automation কার্যক্রমের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
- বেনাপোল স্থলবন্দরে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে "Improvement of security System for Benapole Land Port" কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

এক নজরে ই-সার্ভিস রোডম্যাপ:

Identified e-System	Implementation Period
Passenger Port e–exit service	Fiscal Year:2022-23
E-registration for C&F Agent	Fiscal Year: 2022-23
ERP (HR,Accounts, Audit, Inventory, Budget, Procurement, Project, Training)	Fiscal Year: 2022-23
Security Management System (Ansar and Outsourcing security)	Fiscal Year: 2022-23

ছ) PMIS সফট্ওয়্যার বাস্তবায়ন: বাস্থবকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাকুরী সংক্রান্ত তথ্যসহ যাবতীয় তথ্যাদি সন্নিবেশকরণের লক্ষ্যে PIMS সফট্ওয়্যার বাস্তবায়ন হয়েছে।

২.৬) কল্যাণমূলক কার্যক্রম:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীর কল্যাণার্থে বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রম যেমন: অবসর ভাতা ও অবসর সুবিধাদী, পেনশন ও উৎসাহ বোনাস প্রদান করার কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। উৎসাহ বোনাস প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং পেনশনের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া বাস্থবকে আত্মীকৃত ০২ (দুই) জন কর্মচারীর অবসর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৭) কর্মসৃজন , দারিদ্র বিমোচন ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ:

বর্তমান সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০) প্রণয়ন, রূপকল্প-২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (২০১৫-৩০) নির্ধারণ করেছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২০২০ সালের মধ্যে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত,সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দারিদ্রের হার ১৮.৬% এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় ২০৩০ সালের মধ্যে ৯.৭% নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডেল্টা প্লান বাস্তবায়নে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

ক) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বুড়িমারী, ভোমরা, তামাবিল, আখাউড়া ও সোনাহাট স্থলবন্দরে বেসরকারিভাবে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বন্দর এলাকায় পণ্য উঠা-নামার কাজে সহায়তা করার জন্য প্রায় ১০ (দশ হাজার) শ্রমিক সম্পৃক্ত আছেন। এতে স্থানীয় স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনমানের উন্নতি ও দরিদ্র শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

খ) বেনাপোল, আখাউড়া, বুড়িমারী, ভোমরা, তামাবিল ও সোনাহাট স্থলবন্দরে ক্লিনিং ও সুইপিং ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীর কিয়দাংশের কর্মসংস্থানের পথ সুগম করা হয়েছে।

গ) দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার ফলে সে সকল অঞ্চলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত পেশাজীবী লোকজনের সমাগম ঘটে। এতে ঐ সকল অঞ্চলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতিতে অনেক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২.৮) ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্থবকের জমি অধিগ্রহণের পরিসংখ্যান:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের এর আওতাধীন স্থলবন্দরসমূহের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে (২০২০-২০২১) হবিগঞ্জ জেলার বাল্লা স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য ১৩.০০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য ১০.০০ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। যশোর জেলার বেনাপোল স্থলবন্দরের কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল সম্প্রসারণের জন্য ১৬.৪১৫ একর জমি, প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল সম্প্রসারণের জন্য ২.৩৮ একর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া স্থলবন্দরে প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ৩.৫৭৭৫ একর, লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারী স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ২৬.৯১ একর, কুড়িগ্রাম জেলার সোনাহাট স্থলবন্দরের প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ১.০০ একর এবং সিলেট জেলার ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য ৩০.০০ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দিনাজপুর জেলার হিলি স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ১৫.০০ একর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সোনামসজিদ স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ১৮.৩৬ একর এবং পঞ্চগড় জেলার বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর সম্প্রসারণের জন্য ২০.০০ একর জমি অধিগ্রহণের অধিগ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপরদিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা স্থলবন্দর প্রতিষ্ঠার জন্য জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ০৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতোমধ্যে প্রস্তাবিত স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করেছে এবং কমিটি সদস্য প্রতিবেদন দাখিল করবে। এছাড়াও যশোর জেলার বেনাপোল স্থলবন্দরের ২য় অপারেশনাল টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ১০০.০০ একর জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

২.৯) মাসিক সমন্বয় সভা:

বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরে Covid 19 এর কারণে কর্তৃপক্ষের আওতাধীন ও সচল সকল স্থলবন্দরের সমন্বয়ে নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভা করা সম্ভব না হলেও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে ২ (দুই) টি মাসিক সমন্বয় সভা Zoom Platform এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে ই-ফাইলিং কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উৎসাহ বোনাস প্রদান, পেনশন, গ্রাচুইটি, অডিট আপত্তি,বৈদেশিক প্রশিক্ষণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন ও বেনাপোল স্থলবন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণ, বুড়িমারী স্থলবন্দর এবং ভোমরা বন্দরের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নানাবিধ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২.১০) কর্তৃপক্ষের মামলা নিষ্পত্তি:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট মামলার সংখ্যা ছিল ২১ (একুশ)টি। একই অর্থবছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ০৬টি যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপ:

উচ্চ আদালতে মামলার সংখ্যা:

ক্র.নং	মোট মামলা	দায়ের কৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	বাস্থবকের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত	বাস্থবকের বিপক্ষে নিষ্পত্তিকৃত	মন্তব্য
১.	২১	০	০৬	০৬	০	--

নিম্ন আদালতে মামলার সংখ্যা:

ক্র.নং	মোট মামলা	দায়ের কৃত মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	বাস্থবকের পক্ষে নিষ্পত্তিকৃত	বাস্থবকের বিপক্ষে নিষ্পত্তিকৃত	মন্তব্য
১.	৩	০	০	০	০	--

৩.০) বন্দর পরিচিতি:

প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে স্থলপথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে উন্নত ও সহজতর করার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও বন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ কর্তৃপক্ষের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ ২৪টি শুল্ক স্টেশনকে সরকার কর্তৃক স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ১২ টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। তম্মধ্যে ৭টি স্থলবন্দর যথা- বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া, ভোমরা, নাকুগাঁও, তামাবিল এবং সোনাহাট বাস্থবকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। বিরল স্থলবন্দর ব্যতীত অপর ০৫টি স্থলবন্দর যথা- বাংলাবান্ধা, সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ ও বিবিরবাজার স্থলবন্দরের আবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার জন্য BOT (Build, Operate & Transfer) ভিত্তিতে পোর্ট অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১২টি স্থলবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান ও চালুর অপেক্ষাধীন রয়েছে।

২৪টি স্থলবন্দরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

ক) চালুকৃত বন্দরসমূহ:

ক্র.নং	স্থলবন্দরের নাম	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মায়ানমার অংশের নাম	ব্যবস্থাপনা
১	বেনাপোল স্থলবন্দর	বেনাপোল,শার্শা, যশোর	পেট্রাপোল, বঁনগাও, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
২	বুড়িমারী স্থলবন্দর	পাটগ্রাম, লালমনিরহাট	চেংড়াবান্ধা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৩	আখাউড়া স্থলবন্দর	আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	রামনগর,আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৪	ভোমরা স্থলবন্দর	ভোমরা, সাতক্ষীরা	গোজাডাঙ্গা, চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৫	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	নালিতাবাড়ী, শেরপুর	ডালু, মেঘালয়, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৬	তামাবিল স্থলবন্দর	গোয়াইনঘাট, সিলেট	ডাউকি, শিলং, মেঘালয়, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৭	সোনাহাট স্থলবন্দর	ভুরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম	সোনাহাট, ধুবরী,আসাম, ভারত	নিজস্ব তত্ত্বাবধানে
৮	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	শিবগঞ্জ,চাঁপাইনবাবগঞ্জ	মহাদীপুর,মালদহ,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে
৯	হিলি স্থলবন্দর	হাকিমপুর, দিনাজপুর	হিলি,দঃদিনাজপুর,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে
১০	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	তেতুলিয়া, পঞ্চগড়	ফুলবাড়ি,জলপাইগুড়ি,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে
১১	টেকনাফ স্থলবন্দর	টেকনাফ, কক্সবাজার	মংডু, সিটুওয়ে, মায়ানমার	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে
১২	বিবিরবাজার স্থলবন্দর	বিবিরবাজার, কুমিল্লা	শ্রীমান্তপুর,সোনামুড়া, ত্রিপুরা, ভারত	বেসরকারি অপারেটরের মাধ্যমে

খ) উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান/প্রক্রিয়াধীন বন্দরসমূহ:

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	বাংলাদেশ অংশের নাম	ভারত/মায়ানমার অংশের নাম	মন্তব্য
১	বিরল স্থলবন্দর	বিরল, দিনাজপুর	রাধিকাপুর,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	ভারতীয় অংশে সীমান্ত সংযোগ সড়ক না থাকায় বন্দরে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
২	দর্শনা স্থলবন্দর	দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা	গেদে,কৃষ্ণনগর,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।
৩	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	বিলোনিয়া, ফেনী	বিলোনিয়া, ত্রিপুরা, ভারত	সীমান্ত হতে ১৫০ গজের মধ্যে বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৪	গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী	হালুয়াঘাট, ময়মসিংহ	গাছুয়াপাড়া, মেঘালয়, ভারত	উদ্বোধনের অপেক্ষায় রয়েছে।
৫	রামগড় স্থলবন্দর	রামগড়, খাগড়াছড়ি	সাবরুম, ত্রিপুরা, ভারত	রামগড় মৈত্রি সেতু ৯ মার্চ ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে ১৫০ গজের মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত।
৬	তেগামুখ স্থলবন্দর	বরকল, রাঙ্গামাটি	দেমাগ্রী/কাউয়াপুচিয়া,মিজোরাম, ভারত	বিবেচনাধীন রয়েছে।
৭	চিলাহাটী স্থলবন্দর	ডোমার, নীলফামারী	হলদীবাড়ী,কুচবিহার,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	শুল্ক স্টেশন চালু না থাকায় বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
৮	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর	জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা	মাঝদিয়া,নদীয়া,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত	শুল্ক স্টেশন চালু না থাকায় বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না।
৯	ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর	বক্সীগঞ্জ, জামালপুর	মহেন্দ্রগঞ্জ,আমপতি,মেঘালয়, ভারত	আশা করা যায় আগামী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এর কার্যক্রম সমাপ্ত হবে।
১০	শেওলা স্থলবন্দর	বিয়ানীবাজার, সিলেট	সুতারকান্দি, করিমগঞ্জ, আসাম	বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১১	বাল্লা স্থলবন্দর	চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ	পাহাড়মুরা, খৈয়াই, ত্রিপুরা	আশা করা যায় আগামী বছরে বন্দরের উন্নয়ন কাজ শেষ হবে।
১২	ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর	কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট	ভোলাগঞ্জ, চেরাপুঞ্জি, মেঘালয়	বন্দরের জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলছে ।

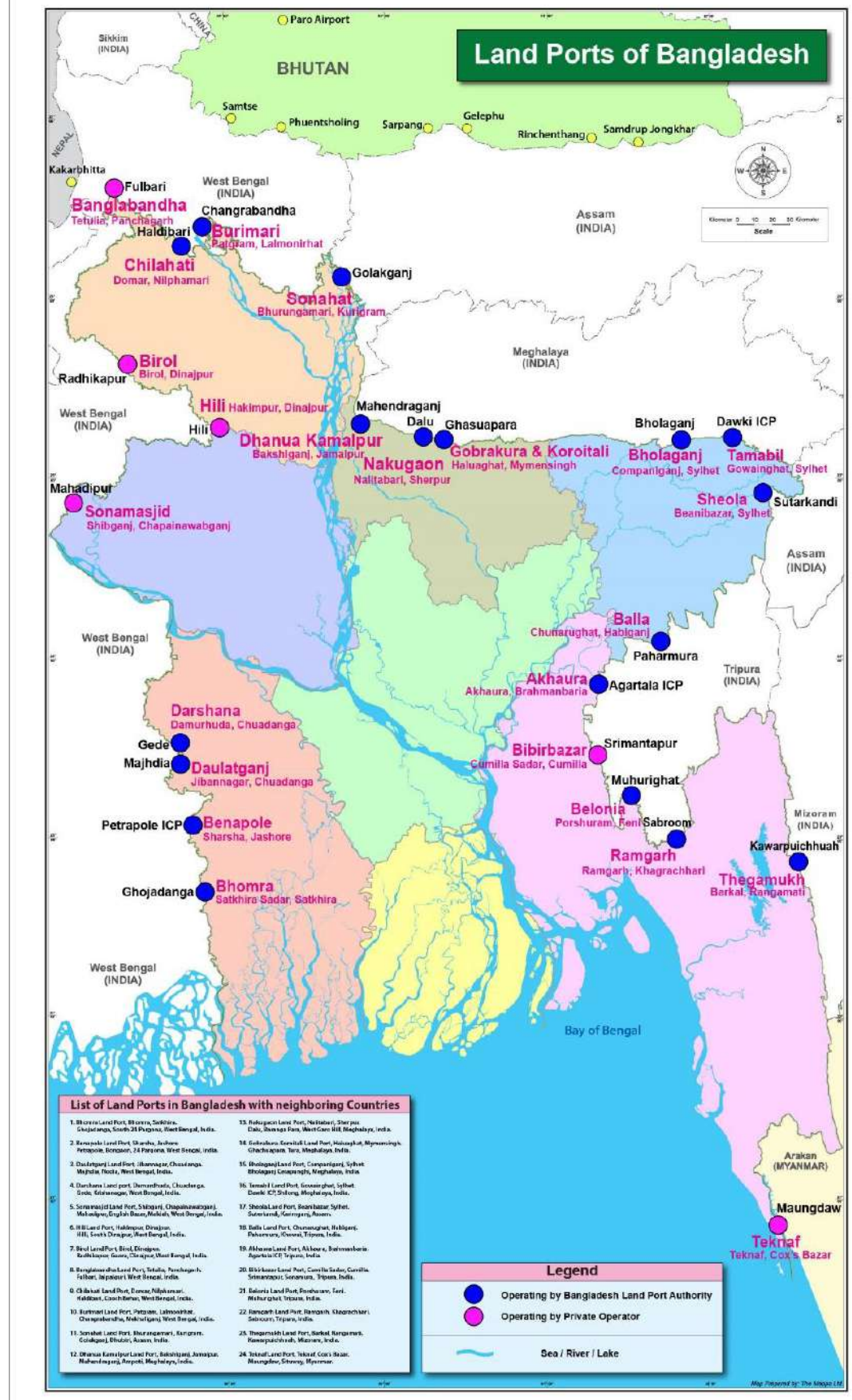

চিত্র ৫ : বাংলাদেশের মানচিত্রে স্থলবন্দরসমূহের অবস্থান পরিচিতি

৩.১) Subgroup on Infrastructure of ICP/LCS:

বাংলাদেশ-ভারত Joint Working Group on Trade এর ১০ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক দুই দেশের শুল্ক স্টেশনের সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে Bangladesh-India Subgroup on Infrastructure of ICPs/LCs গঠন করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ও ভারত উভয় দেশের স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে দলনেতা করে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে Subgroup গঠন করা হয়, যা দুই দেশের স্থলবন্দর সংক্রান্ত জটিলতা ও অন্তরায়সমূহ দূরীকরণে ২০১৭ সাল হতে একসাথে কাজ করে যাচ্ছে। মূলত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবকাঠামো উন্নয়নে পারস্পরিক সহযোগিতা করা এ কমিটির অন্যতম লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে গত ৯-১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে কুমিল্লায় এ কমিটির ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্যসূচি অনুযায়ী দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও অন্যান্য অংশীজনের মতামত গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

চিত্র ৬ : কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত Bangladesh-India Subgroup on Infrastructure of ICPs/LCs কমিটির ৩য় সভা (আখাউড়া স্থলবন্দর), তারিখ: ৯-১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১

৩.২) বন্দরসমূহের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানিযোগ্য পণ্যের (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর এসআরও অনুযায়ী) বিবরণ :

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১	বেনাপোল স্থলবন্দর	সূতা (কাস্টমস বন্ড লাইসেন্স প্রাপ্ত শতভাগ রপ্তানিমুখী নীট পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বন্ড লাইসেন্সের আওতায় আমদানীয় সূতা ব্যতীত) ও গুড়া দুধ ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিযোগ্য মালামাল।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২	বুড়িমারী স্থলবন্দর	ক) ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ-এর নোটিফিকেশন নং ৩৪৬/ডি/কাস/৭৭, তারিখ: ২৪/০৫/১৯৭৭ এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে নেপাল ও ভূটানে উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াজাত সকল পণ্য (সূতা ও আলু ব্যতীত); খ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আরোপিত বুড়িমারী স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানী নিষিদ্ধ পণ্য ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিযোগ্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৩	আখাউড়া স্থলবন্দর	গবাদিপশু, সকল ধরণের পচনশীল ও অপচনশীল বৈধ ভোগ্য/ব্যবহার্য পণ্য, পাথর (stones & bolders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, কাঠ, চুনাপাথর, রাবার (Raw) মেইজ, CNG Spare parts।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
৪	ভোমরা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, সকল ধরণের পচনশীল ও অপচনশীল বৈধ ভোগ্য/ব্যবহার্য পণ্য, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, কাঠ, চুনাপাথর, ব্যবহার্য কাঁচাতুলা, মোটর পার্টস, স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার, রেডিও টিভি পার্টস, মার্বেল স্লাব, রেডিমেড গার্মেন্টস্, ইমিটেশন জুয়েলারি, হার্ডওয়্যার, গ্রানাইট স্ল্যাব।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৫	নাকুগাঁও স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৬	তামাবিল স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছ, সূতা, গুঁড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code 0701.90.19 ও 0701.90.29)ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
৭	দর্শনা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, সকল ধরণের পচনশীল ও অপচনশীল বৈধ ভোগ্য পণ্য, বীজ, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, কাঠ, চুনাপাথর,, ভূষি, বিভিন্ন প্রকার খৈল, পোল্ট্রি ফিড, ফ্লাই অ্যাশ, রেলওয়ে স্লিপার, জিপসাম, স্পঞ্জ আয়রন, পিগ আয়রন, ক্লিংকার, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
৮	বিলোনিয়া স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
৯	গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, ফুল ঝাড়ু, ডাব, হরুদ, কাজুবাদাম, তেঁতুল, তিল, সরিষা ভূষি, চাউলের কুড়া।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১০	রামগড় স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
১১	সোনাহাট স্থলবন্দর	পাথর, কয়লা, তাজা ফল, ভূট্টা, গম, চাল, ডাল,রসুন, আদা, পিঁয়াজ। পাথর, কয়লা, তাজা ফল, ভূট্টা, গম, চাল, ডাল,রসুন, আদা, পেঁয়াজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১২	তেগামুখ স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৩	চিলাহাটী স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৪	দৌলতগঞ্জ স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৫	ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর	গবাদিপশু, সকল ধরণের পচনশীল ও অপচনশীল বৈধ ভোগ্য পণ্য, বীজ, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, টিম্বার, চুনাপাথর, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য

ক্র. নং	স্থলবন্দরের নাম	আমদানিযোগ্য পণ্য	রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৬	শেওলা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, সকল ধরণের পচনশীল ও অপচনশীল বৈধ ভোগ্য পণ্য, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, চুনাপাথর, বলক্লে, কোয়ার্টজ, তাজাফুল, মোটরসাইকেলের যন্ত্রাংশ এবং গার্মেন্টস সামগ্রী, ওয়েল্ডিং রড।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৭	বাল্লা স্থলবন্দর	গবাদিপশু, সকল ধরণের পচনশীল ও অপচনশীল বৈধ ভোগ্য পণ্য, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, চুনাপাথর, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৮	সোনামসজিদ স্থলবন্দর	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আরোপিত সোনামসজিদ স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানী নিষিদ্ধ পণ্য ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিযোগ্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য
১৯	হিলি স্থলবন্দর	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আরোপিত হিলি স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানী নিষিদ্ধ পণ্য ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিযোগ্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২০	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আরোপিত বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরের মাধ্যমে আমদানী নিষিদ্ধ পণ্য ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিযোগ্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২১	টেকনাফ স্থলবন্দর	মাছ, সুতা, গুড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code 0701.9019 ও 0701.90.29) ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার আমদানিতব্য মালামাল। সূতা, গুড়া দুধ, চিনি ও আলু (HS Code 0701.90.19 ও 0701.90.29)ব্যতীত সকল প্রকার আমদানিতব্য পণ্য।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২২	বিবির বাজার স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, চাল, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, পান, CNG spare Parts	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২৩	বিরল স্থলবন্দর	গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছ-গাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stone & Boulders) ,কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, চুনাপাথর, পিঁয়াজ, মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ, Soyabean Extract, Rape Seed Extract,Maize, DORB (Dry oil Rice Bran), চাল ও ডিজেল)।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।
২৪	ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দর	ক) গবাদিপশু, মাছের পোনা, তাজা ফলমূল, গাছগাছড়া, বীজ, গম, পাথর (Stones and boulders), কয়লা, রাসায়নিক সার, চায়না ক্লে, কাঠ, চুনাপাথর, পিঁয়াজ,মরিচ, রসুন, আদা, বলক্লে, কোয়ার্টজ।	সকল প্রকার রপ্তানিযোগ্য পণ্য।

৩.৩) বিগত ৫(পাঁচ) বছরের পণ্য হ্যান্ডলিং (ম্যানুয়াল/ইক্যুইপমেন্ট/ট্রান্সশিপমেন্ট) এর পরিমাণ নিম্নরূপ:

(লক্ষ মে.টন)

অর্থ বছর	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
বেনাপোল	২৪.৫১	২৬.১৫	২৯.১২	৩২.১৩	৩৩.১৭
ভোমরা	২২.৩৯	২৬.২৯	২২.৮৭	২৩.৩১	৩২.৯৬
বুড়িমারী	৪৩.৬৩	৬৯.৭৯	৯০.০১	৭৩.৫৭	৯১.৯৩
নাকুগাঁও	০.৫৬	০.০৭	০.৬৫	০.৯৫	১.৬৬
তামাবিল	০.০০	৭.৮১	১৮.৫৪	১৪.৭৯	২৫.০২
সোনাহাট	০.০০	০.০০	৪.৮৩	৪.১৩	১৪.২৩

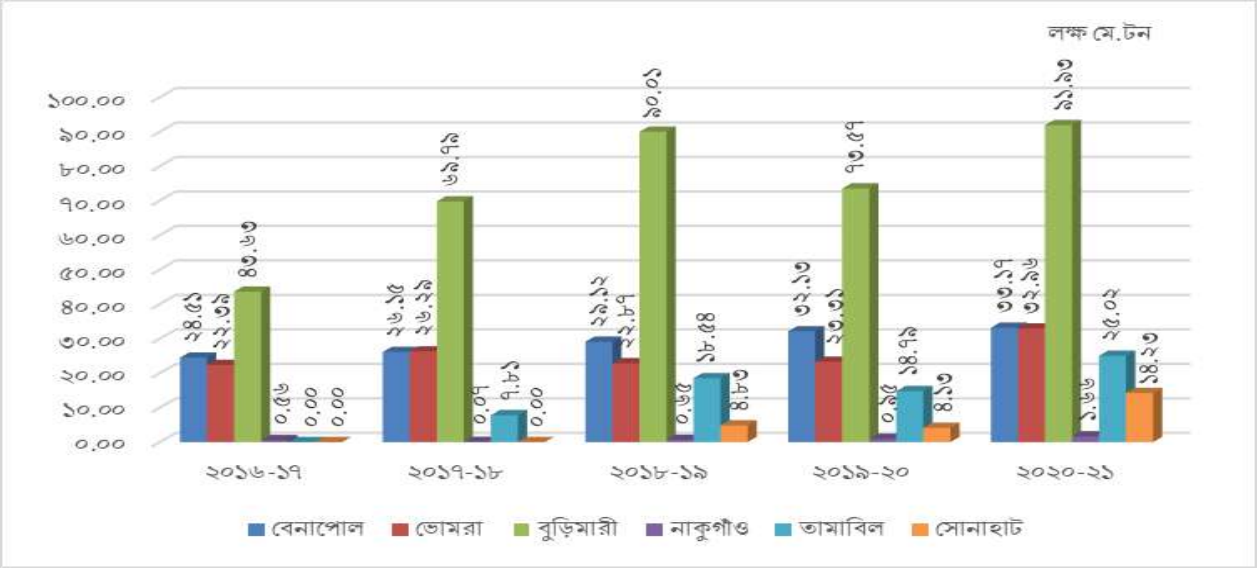

চিত্র ৭: বন্দর ভিত্তিক পণ্য হ্যান্ডলিং এর লেখচিত্র

৩.৪) বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বন্দর ভিত্তিক আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত তথ্য: (লক্ষ মে.টন)

ক্রম নং	স্থলবন্দরের নাম		২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
১	বেনাপোল	আমদানি	১৩.৯৩	১৯.৮৮	২১.৮১	২০.৩৮	২৭.৭৮
		রপ্তানি	৩.২৫	৩.৫৩	৪.০১	৩.১৭	২.৯৭
২	বুড়িমারী	আমদানি	৪৩.৯৩	৭০.৪৯	৮২.২৩	৩২.৮৪	৪৬.১৪
		রপ্তানি	০.৯৩	১.২১	১.৪৭	১.১৮	১.৭১
৩	ভোমরা	আমদানি	২২.৫৫	৪৬.৫৬	২২.০২	২৫.১৬	২৪.১০
		রপ্তানি	১.২৭	১.২০	৩.১২	২.০৬	২.১৬
৪	সোনাহাট	আমদানি	০.০০	০.০০	১.৩৬	২.০৪	৭.১১
		রপ্তানি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০৬	০.১৭
৫	তামাবিল	আমদানি	০.০০	৭.৮২	১৮.৫৬	১৪.৮০	১২.৫২
		রপ্তানি	০.০০	০.০২	০.০১	০.০১	০.০১
৬	নাকুগাঁও	আমদানি	১.২৩	০.০৯	০.৬৬	০.৮৫	১.৫২
		রপ্তানি	০.০০	০.০১	০.০১	০.০১	০.০০

৭	আখাউড়া	আমদানি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		রপ্তানি	২.১৫	২.০২	২.১০	১.৪২	১.৩২
৮	বাংলাবান্ধা	আমদানি	৬.০১	১২.০৭	১৭.৯৭	১১.৮৬	১৬.৯৩
		রপ্তানি	০.০৭	০.৬৯	০.৪৩	১.১৩	১.১২
৯	বিবিরবাজার	আমদানি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০২
		রপ্তানি	১.৩৫	১.৫৮	১.৭০	১.৩৪	১.২৮
১০	সোনামসজিদ	আমদানি	২৭.৬৩	২৬.৭৩	২৩.৭৮	১৩.০৯	৩৩.২৯
		রপ্তানি	০.১৫	০.১২	০.১৫	০.১৩	০.১৯
১১	হিলি	আমদানি	২৪.৩৭	১৬.৪৪	১৩.৭৯	১৮.০৬	২১.২৩
		রপ্তানি	০.০৫	০.১৬	০.৩৭	০.২২	০.২৭
১২	টেকনাফ	আমদানি	০.৭২	১.৬০	১.০৪	১.৯৮	০.৭৫
		রপ্তানি	০.০৩	০.০৩	০.০৬	০.০৪	০.০৩
মোট		আমদানি	১৪০.৩৮	২০১.৭০	২০৩.২১	১৪১.০৮	১৯১.৪০
		রপ্তানি	৯.২৬	১০.৫৬	১৩.৪৪	১০.৭৭	১১.২৩

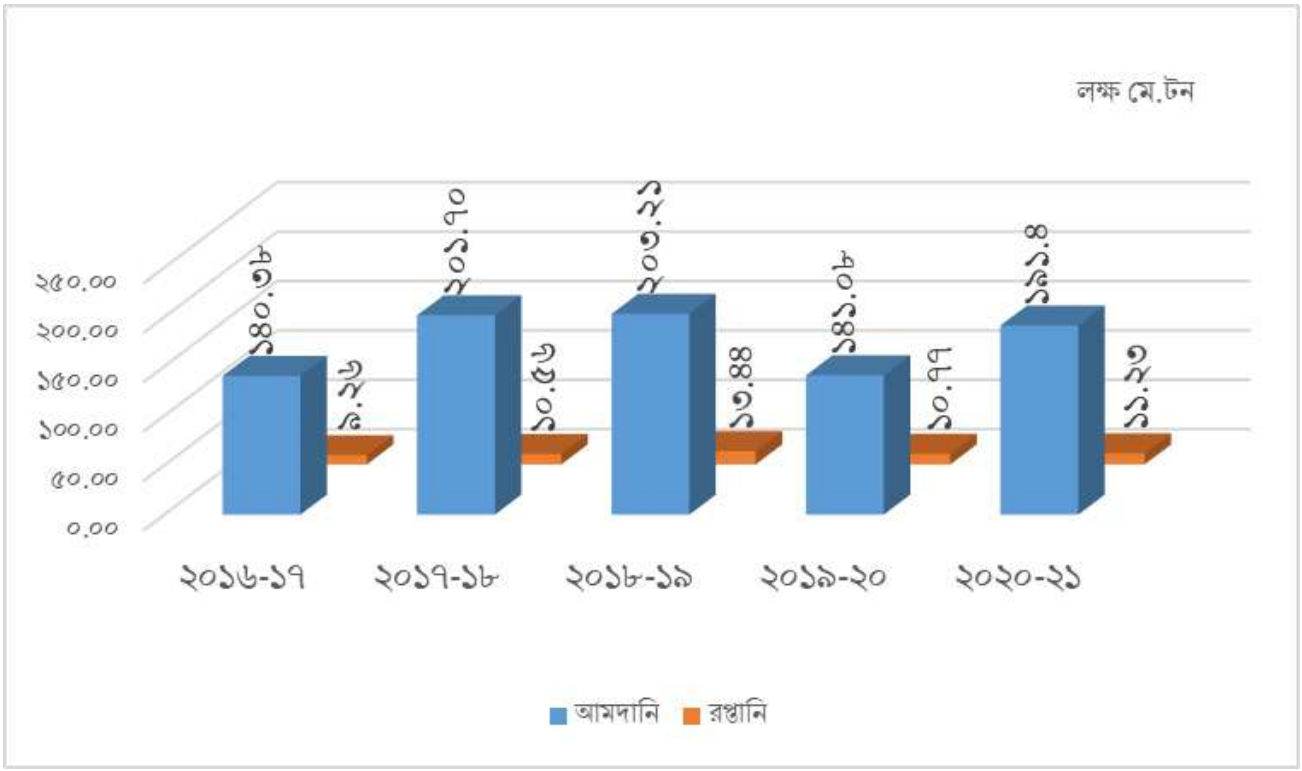

চিত্র ৮: বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মোট আমদানি-রপ্তানির লেখচিত্র

৩.৫) আন্তর্জাতিক যাত্রীসেবা:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (বাস্থবক) অবকাঠামো সুবিধা নির্মাণপূর্বক দেশের ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় একটি সেবা প্রদানকারী সংস্থা। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করাই এর লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে বন্দর এলাকায় ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী, চিকিৎসা ও সেবা প্রত্যাশী যাত্রীগণসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সেবা প্রদান করা হয়। বিদ্যমান চালুকৃত ১২ টি বন্দরসমূহের মধ্যে সোনাহাট ব্যতিত সকল স্থলবন্দরে যাত্রী গমনাগমনের জন্য ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে পাসপোর্টধারী যাত্রীগণ ভারত ও মায়ানমারে গমনাগমন করে থাকে। যাত্রীসেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বেনাপোল স্থলবন্দরে একটি আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টর্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে। বাস্থবকের অধীনে বেনাপোলসহ বুড়িমারী, নাকুগাঁও, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দরে যাত্রীদের বসার ব্যবস্থা, বিশ্রামাগার, উন্নত টয়লেট ও বিনোদনের ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল সেবা প্রদানের বিনিময়ে যাত্রীগণের নিকট হতে নির্ধারিত ফি গ্রহণ করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪টি বন্দরের মাধ্যমে ৯২০৫৭ জন যাত্রী গমন করলেও ২০২০-২১ অর্থবছরে করোনা মহামারির কারণে ভোমরা, হিলি, সোনামসজিদ, নাকুগাঁও, বিবির বাজার স্থলবন্দরগুলোর মধ্যমে প্রতিবেশী দেশসমূহে কোন যাত্রী যাতায়াত করেননি। তবে নিম্নোক্ত বন্দর দিয়ে সীমিত সংখ্যক যাত্রী ভারতে গমন করেন যার বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	বন্দরের নাম	২০২০-২০২১ অর্থবছরের মোট যাত্রী সংখ্যা
১	বেনাপোল স্থলবন্দর	৯১০৪ জন
২	বুড়িমারী স্থলবন্দর	১২৭ জন
৩	বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর	৯৭ জন
৪	আখাউড়া স্থলবন্দর (যাত্রীসেবা চালু না হওয়ায় কোন ফি আদায় করা হয়না)	৪৮৪০ জন
৫	তামাবিল স্থলবন্দর (যাত্রীসেবা চালু না হওয়ায় কোন ফি আদায় করা হয়না)	১১৪৫ জন

চিত্র ৯ : আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর

চিত্র ১০ : আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, বেনাপোল স্থলবন্দর, যশোর

৩.৬) করোনা অতিমারী কালীন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ভূমিকা:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ একটি সেবা প্রদানকারী সংস্থা। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রমের উন্নয়ন ও ত্বরান্বিত করাই এর লক্ষ্য। সে লক্ষ্যে বন্দর এলাকায় ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী, চিকিৎসা, শিক্ষা ও সেবাপ্রত্যাশী যাত্রীগণসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সেবা প্রদান করা। এরই ধারাবাহিকতায় করোনা অতিমারীর সময় 'ভারত সরকার প্রদত্ত ১০৯ টি এ্যাম্বুলেন্স' বেনাপোল স্থলবন্দর হতে দ্রুত খালাস প্রদান করে করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। অধিকন্তু, ভারত সরকার প্রদত্ত 'অক্সিজেনবাহী গাড়ি' বেনাপোল স্থলবন্দর হতে দ্রুত খালাসের ব্যবস্থা করে বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোতে জরুরি অক্সিজেন সরবরাহে কাজে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ অসামান্য অবদান রেখেছে। আটকেপড়া যাত্রীদের (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটান) সীমান্ত পারাপারে বন্দর কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে খাবার পানি, বিস্কুট, সাময়িক বিশ্রামের ব্যবস্থা ও কোভিড-১৯ সংক্রমণরোধে স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে কোয়ারেন্টাইনে রাখার কাজে সহায়তা প্রদান করা হয়।

৩.৭) করোনা (Covid 19) ভাইরাসে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন) এর মৃত্যু:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন যুগ্মসচিব জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ (পরিচিত নং -৪৭২৬) এ কর্তৃপক্ষে সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন) পদে কর্মরত থাকাবস্থায় গত ১৬ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখ শনিবার কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়ে মুগদা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন)। জরুরি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সরকারি দায়িত্ব পালনকালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। করোনা মহামারিকালীন সময়ে স্থলবন্দরসমূহ সচল রাখা ও আমাদনি-রপ্তানি কার্যক্রম চালু রাখার লক্ষ্যে জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ, সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)- প্রাক্তন নিরলস কাজ করে গেছেন। তিনি ০৯/০১/২০২১ তারিখ করোনা আক্রান্ত হন এবং ১৬/০১/২০২১ তারিখ ঢাকাস্থ মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন।

ক্রমিক	কর্মচারির নাম, পদবি ও অফিস	জন্ম তারিখ	আক্রান্তের তারিখ	মৃত্যুবরণকারী কর্মকর্তার ছবি
০১	জনাব নাসির উদ্দিন আহমেদ সদস্য (অর্থ ও প্রশাসন)- প্রাক্তন বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা	০১/০৭/১৯৬২	০৯/০১/২০২১	

৪.০) অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ:

প্রতিবেশী দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন স্থলবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসাণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট ০৭ (সাত)টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এসব প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১৯৩.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল।বরাদ্দের বিপরীতে খরচ ছিল ১৩২.৪৩ কোটি টাকা।

৪.১) ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ:

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম	লক্ষমাত্রা (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১.	"বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প	১০০.০০	৬৩.৭১	চলমান
২.	"বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প	৭০০.০০	৫১৬.৫৫	চলমান
৩.	"ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প	৫০০.০০	৫০০.০০	চলমান
৪.	"গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প	২০০০.০০	২০০০.০০	চলমান
৫.	"Bangladesh Regional Connectivity Project-1: Development of Sheola, Bhomra, Ramgarh Land Port and Upgradation of Security system of Benapole Land port" শীর্ষক প্রকল্প	১০৫৫০.০০	৫১২৬.৮৩	চলমান
৬.	"বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গোভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	২৭৫০.০০	২৬২৮.৪৪	চলমান
৭.	"বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প	২৭০০.০০	২৪০৭.৭৪	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে

৪.২) চলমান উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ:

- ৪৮.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে ''বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প ;
- বিশ্ব ব্যাংক ও সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৭৩১.৮৬ কোটি টাকার "Bangladesh Regional Connectivity Project-1 Development of Sheola, Bhomra, RamgarhLand Ports and up-gradation of security system of BenapoleLand Port (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।
- ৩৮.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে "বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন (বিশেষ সংশোধন)" শীর্ষক প্রকল্প।
- ৭৫.১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে "গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।
- ৫৯.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে "ধানুয়া কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।
- ২৮৯.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে"বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গোভেহিকেল টার্মিনাল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প।
- বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চলমান প্রকল্পের বিবরণ:

ক্রঃ	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সময়কাল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১.	ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	৫৯৩০.০০	জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত	প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্যকাজ
২.	গোবরাকুড়া স্থলবন্দর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)	৭৫১৭.২৬	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত	প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেনইয়ার্ড, পার্কিংইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ
৩.	বিলোনিয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন (বিশেষ সংশোধন)	৩৮৬৮.৩৪	জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত	প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেনইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ
৪.	বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন	৪৮৯০.৪৯	জুলাই ২০১৭ হতেজুন ২০২২পর্যন্ত	প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্যকাজ
৫.	Bangladesh Regional Connectivity Project-1: Development of Sheola, Bhomra, Ramgarh Land port & Up-gradation of Security System of Benapole Land Port (১ম সংশোধিত)	৭৩১৮৬.০০	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২	প্রধান প্রধান কাজঃ শেওলা, ভোমরা এবং রামগড় স্থলবন্দরে জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহ অন্যান্য কাজ। এছাড়া বেনাপোল স্থলবন্দরে সিকুউরিটি সিস্টেম এর উন্নয়ন কাজ।
৬	বেনাপোল স্থলবন্দরে কার্গোভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ	২৮৯৬৮.১৫	জুলাই ২০১৯ হতেজুন ২০২২পর্যন্ত	প্রধান প্রধান কাজঃ জমি অধিগ্রহণ, ওয়্যারহাউজ, ওপেন ইয়ার্ড, পার্কিং ইয়ার্ড, ট্রান্সশিপমেন্ট শেড, ড্রেন, রাস্তা, অফিস, ব্যারাক ও ডরমিটরী নির্মাণসহঅন্যান্য কাজ

চলমান উন্নয়ন কাজের খন্ড চিত্রঃ

চিত্র ১১ : মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এম.পি গত ১৩/০২/২০২১ খ্রি: তারিখে সিলেটের শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দরের উন্নয়নের কিছু খন্ড চিত্রঃ

চিত্র ১২: গোবরাকুড়া স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নির্মিত ওয়েব্রীজ স্কেল।

চিত্র ১৩ : গোবরাকুড়া স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নির্মিত প্রশাসনিক ভবন

চিত্র ১৪ : গোবরাকুড়া স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নির্মিত ডরমেটরী ভবন

ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দরের উন্নয়নের খন্ড চিত্রঃ

চিত্র ১৬ : ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নির্মিত ওপেন ইয়ার্ড

চিত্র ১৮ : ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নির্মাণাধীন অফিস ভবন

বাল্লা স্থলবন্দরের উন্নয়নের খন্ড চিত্রঃ

চিত্র ১৯ : বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নির্মাণাধীন সীমানা প্রাচীর

চিত্র ২০ : বাল্লা স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নির্মিত ওপেন ইয়ার্ড

বিলোনিয়া স্থলবন্দরের উন্নয়নের খন্ড চিত্রঃ

চিত্র ২১ : বিলোনীয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নির্মিত ওপেন ইয়ার্ড

চিত্র ২২ : বিলোনীয়া স্থলবন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে নির্মাণাধীন সীমানা প্রাচীর

কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল প্রকল্পের প্রস্তাবিত গেট

চিত্র ২৩.১ : প্রস্তাবিত কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল প্রকল্পের গেট

৪.৩) ভবিষ্যৎ প্রকল্পসমূহ :

- বিশ্বব্যাংক (WB) এর আর্থিক সহায়তায় প্রায় ৩০০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বেনাপোল, ভোমরা ও বুড়িমারী স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ।
- এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় ২১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে আখাউড়া ও তামাবিল স্থলবন্দর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ;
- দর্শনা স্থলবন্দর ও ভোলাগঞ্জ স্থলবন্দরের জমি অধিগ্রহণ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন ।

চিত্র ২৩.২: বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ভবিষ্যত উন্নয়ন রোডম্যাপ

৫.০) বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের বন্দরভিত্তিক আয়ের উপাত্ত নিম্নে সারণিতে দেয়া হ'ল:

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরসমূহের আয়ের উপাত্ত (কোটি টাকায়)

স্থলবন্দরের নাম	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
বেনাপোল	৪৩.৯৭	৪৮.৭৩	৮২.৩৭	৮৩.৭৭৬	৮২.৯৭
বুড়িমারী	২৭.৫১	৪৬.২৪	৫৭.৩	৪৭.৬৪৫	৬৮.১৩
আখাউড়া	০.০৬	০.০৫	০.২	০.২৯৭	০.৩৭
ভোমরা	১৬.৮৭	২১.০৪	১৮.৭৪	১৯.৪৯৪	৩১.৭
নাকুগাঁও	০.৬৯	০.১১	০.৬৮	০.৮৬৪	১.৫৯
সোনাহাট	০.	০.	৩.৭৩	২.৯৪৮	১০.৩৪
তামাবিল	০.	৬.৪৬	১৫.২৬	১২.৪৫৫	২০.৯৪

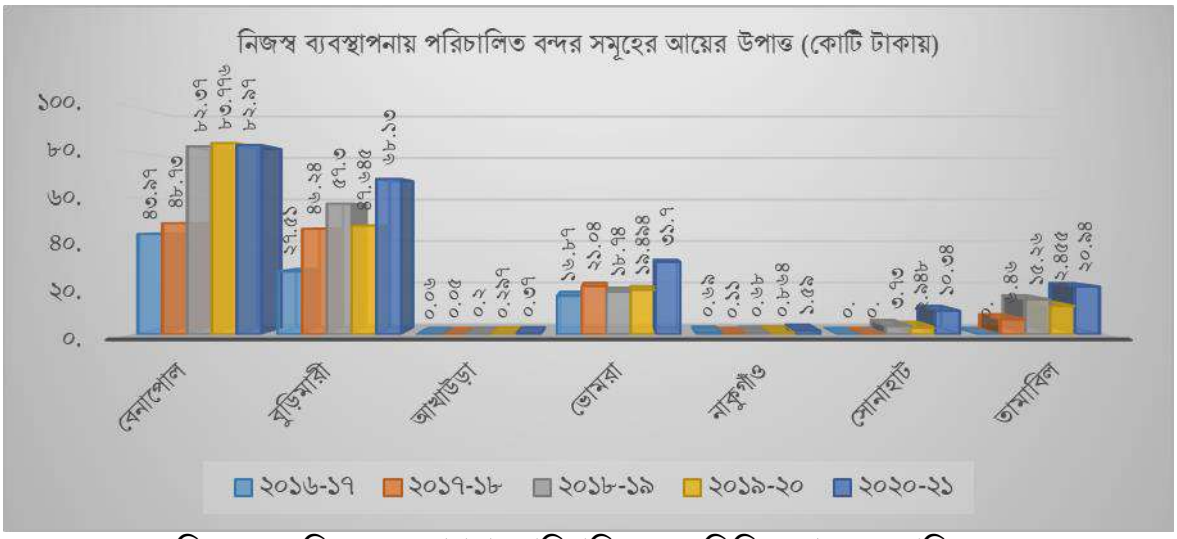

চিত্র ২৪.১: নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরভিত্তিক আয়ের লেখচিত্র

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরসমূহের আয়ের উপাত্ত (কোটি টাকায়)

স্থলবন্দরের নাম	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
টেকনাফ	২.৬	৪.৭৫	৩.৬৮	৬.৫০৮	৩.৫৮
সোনামসজিদ	৩.৮২	৩.৮৩	৩.৪	২.৩৮৫	৮.৪
হিলি	৫.৮৬	৬.০৮	৬.৯১	৭.৭১৬	৯.১২
বিবিরবাজার	০.০২	০.০১	০.০২	০.০১৭	০.০২
বাংলাবান্ধা	০.২৪	০.৪৭	৩.১৫	২.৩২৬	৩.৫৫
মোট=	১২.৫৫	১৫.১৪	১৭.১৭	১৮.৯৫	২৪.৬৭

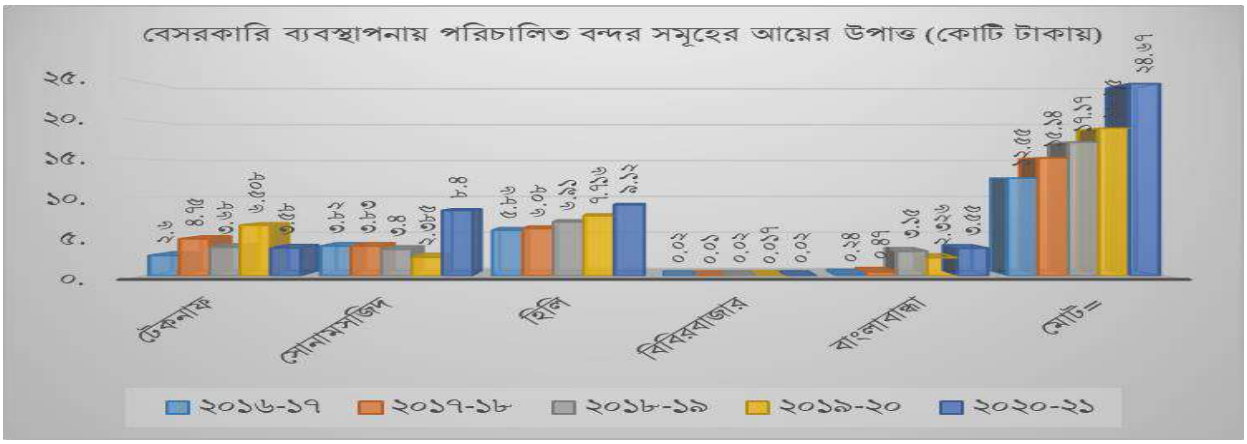

চিত্র ২৪.২: বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত বন্দরভিত্তিক আয়ের লেখচিত্র

৫.১) বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মোট আয়ের পরিসংখ্যান:

(কোটি টাকায়)

২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১
১১১.৫১	১৪৮.৩৪	২১০.৯৩	২০৮.০১	২৬৪.৮৪

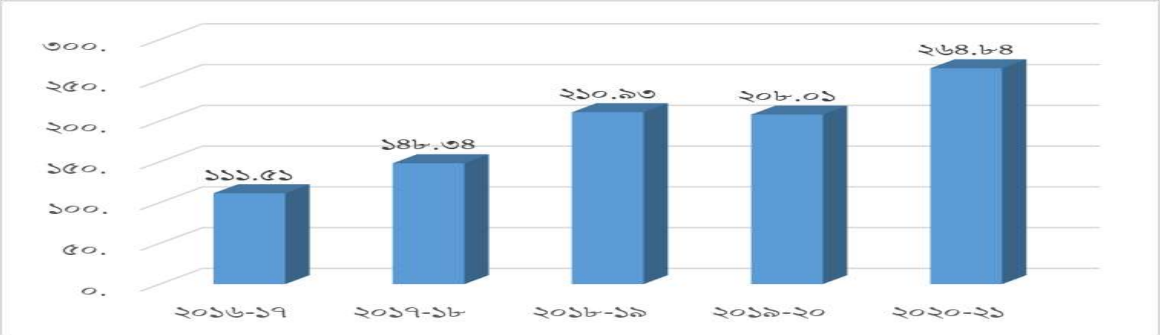

চিত্র ২৫ : বিগত ৫(পাঁচ) বছরে বাস্থবকের মোট আয়ের লেখচিত্র

২০১৯-২০২০ হতে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৬.৮৩ কোটি টাকা অর্থাৎ ২৭.৩২% এবং বিগত পাঁচ বছরে (২০১৬-১৭ হতে ২০২০-২১ পর্যন্ত) বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে (২৬৪.৮৪-১১১.৫১)= ১৫৩.৩৩ কোটি টাকা যা শতকরা হারে ১৩৭.৫১%।

৫.৩) সরকারী কোষাগারে ভ্যাট আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ জমার বিবরণ :

(কোটি টাকায়)

২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২০২১
৩০.৩৫	৩১.১৩	৪৩.৪৪	৪৫.৩৫	৪৬.৯৫

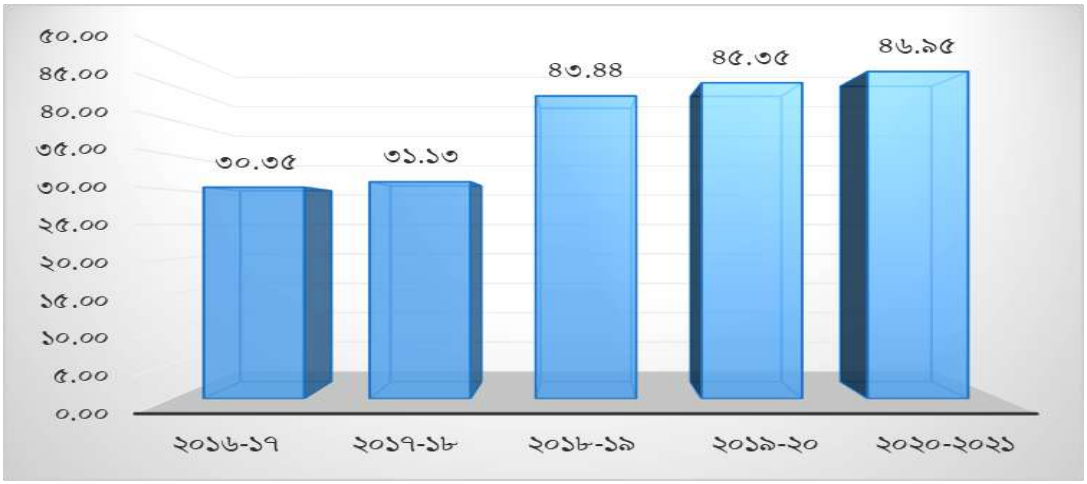

চিত্র ২৬ : সরকারী কোষাগারে ভ্যাট আয়কর ও লভ্যাংশ বাবদ জমার বিবরণ এর লেখচিত্র

৫.৪) হিসাব সংক্রান্ত পলিসি:

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ হিসাব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হয়:

ক) লেনদেনের রেকর্ড নগদ ভিত্তিতে সংরক্ষণ করা হয়। অতঃপর IAS, BAS, এবং GAAP অনুযায়ী আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেক বন্দরের জন্য পৃথক হিসাব বহি রাখা হয় এবং বছর শেষে সমন্বিত আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হয়।

খ) স্থায়ী সম্পত্তি: জমি ও জমির উন্নয়ন ছাড়া ক্রয়মূল্য থেকে পুঞ্জীভূত অবচয় বাদ দিয়ে সকল স্থায়ী সম্পদ প্রদর্শন করা যায়।

গ) আয়কর: ১৯৮৪ সালের আয়কর অধ্যাদেশ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুযায়ী আয়কর নির্ণয়, উৎস কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

ঘ) ভ্যাট: ১৯৯১ সালের ভ্যাট আইন অনুযায়ী ভ্যাট নির্ণয়, উৎস কর্তন ও সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়।

৬.০) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য : (কোটি টাকায়)

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	৮৪ টি (২০২০-২০২১ অর্থবছরে কোন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়নি)	৪০.৬২	০০	১০টি	২.৩৪	৭৪	৩৮.২৮
সর্বমোট=		৮৪ টি	৪০.৬২	০০	১০টি	২.৩৪	৭৪	৩৮.২৮

পরিবহন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক ১৬/০৩/২০২১ হতে ২৪/১১/২০২১ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ২০১৭-২০১৮ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। তাছাড়া সংস্থার অনিষ্পন্ন অগ্রিম অনুচ্ছেদ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৪/০১/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি এবং ৪টি অডিট আপত্তির আংশিক নিষ্পত্তির জন্য সুপারিশ করা হয়। সভার কার্যবিবরণী প্রস্তুত করে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবহন অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

৬.১) হিসাব নিরীক্ষার অগ্রগতি:

২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অডিট ফার্ম নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান ২০১৭-২০১৮ এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের নিরীক্ষা কার্যক্রম শেষে অচিরেই নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করবে। তাছাড়া ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের নিরীক্ষা ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

৬.২) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অগ্রগতি:

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কর্মসূচির আওতায় জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২১ খ্রি: সময়ে নিম্নবর্ণিত বন্দরসমূহে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন করে চেয়ারম্যান মহোদয় বরাবর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে।

১। ভোমরা স্থলবন্দর

২। তামাবিল স্থলবন্দর

৭.০ এক নজরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন বন্দরের কিছু চিত্রাবলীঃ

বেনাপোল স্থলবন্দর

বুড়িমারী স্থলবন্দর

ভোমরা স্থলবন্দর

তামাবিল স্থলবন্দর

নাকুগাও স্থলবন্দর

আখাউড়া স্থলবন্দর

সোনাহাট স্থলবন্দর

সোনামসজিদ স্থলবন্দর

হিলি স্থলবন্দর

বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর

বিবিরবাজার স্থলবন্দর

টেকনাফ স্থলবন্দর